আজকের কাগজ
তারিখ 19 MAY 1996
পৃষ্ঠা — ৫ — কলাম — ১

সবার জন্যে শিক্ষা, আসলে কতদূর

সবার জন্যে শিক্ষা চাই, বিকশিত জীবন চাই। শিক্ষা সবার মৌলিক অধিকার। উন্নয়নশীল বাংলাদেশের প্রচণ্ড জনসংখ্যা চাপ শিক্ষা নিশ্চিতকরণের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এ ছাড়াও রয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। লিখেছেন জাহ্নবী দাস।

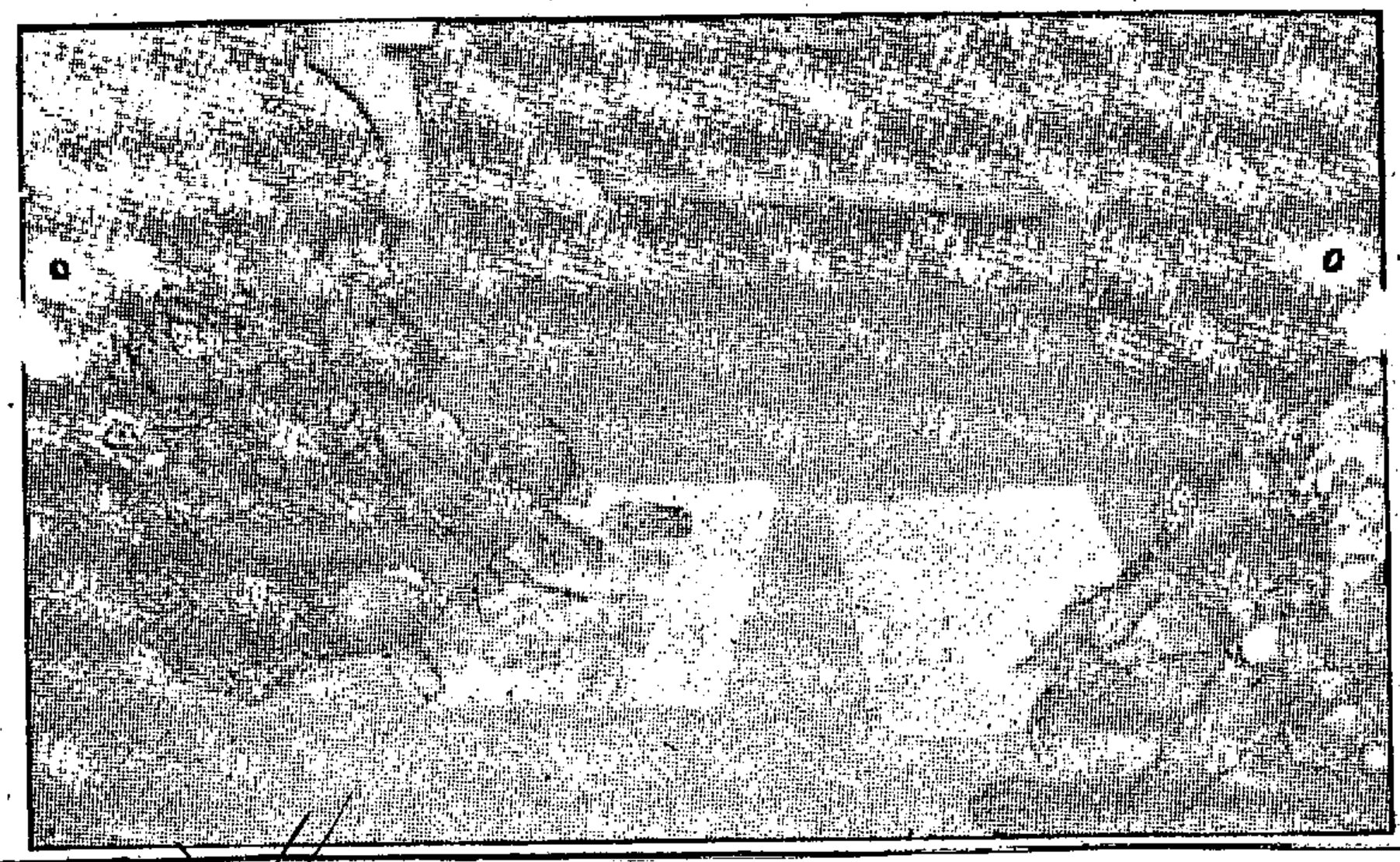

১৯৯০ সাল। থাইল্যান্ডের জম্পতিয়েনে অনুষ্ঠিত হলো এক শিক্ষা সম্মেলন। বাংলাদেশ সেই সম্মেলনের অংশগ্রহণকারি একটি রাষ্ট্র। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সবার জন্যে শিক্ষা। জম্পতিয়েনে সম্মেলনের সূত্র ধরেই '৯৩ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় আর একটি সম্মেলন। যাতে অংশ নেয় বিশ্বের ৯টি জনবহুল দেশ।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারি দেশগুলোর শিশু, যুবক বয়স্কদের শিক্ষার সুযোগকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে দিল্লি ঘোষণা গৃহীত হয়। ঘোষণার মূল শ্লোগান ছিলো ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্যে শিক্ষা। যার অর্থ হলো ২০০০ সালে দেশের সমগ্র জন গোষ্ঠীকে মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

'৯০ সালের জম্পতিয়েনে 'সবার জন্যে শিক্ষা' শ্লোগানকে সামনে রেখেই সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। 'সবার জন্যে শিক্ষা' নিশ্চিত করার জন্যেই '৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি আলাদা বিভাগ করা হয়। যার তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। একই বছর চালু করা হয় সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। এই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রাক প্রাথমিক, কিশোর-কিশোরী, বয়োবৃদ্ধদেরও।

১৯৯৩ সালে চালু করা হয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। বাজেটে শিক্ষাখাতে দেয়া হয় সবচে' বেশি বরাদ্দ। এখন প্রায় প্রতি বছর শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হচ্ছে ৪শ' কোটি টাকা। এছাড়া শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও ছাত্রী বৃত্তি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার ৬১ শতাংশ থেকে ৯২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে বলে সরকারি সূত্র দাবি করছে।

সম্ভাবনা

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। এ অবস্থায় ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্যে শিক্ষা' নিশ্চিতকরণ বিষয়টি এখন স্পষ্ট নয়।

সরকারের শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প নিয়ে প্রতিনিয়ত সংবাদ মাধ্যমগুলোতে আসছে চুরি ও দুর্নীতির বিবিধ অভিযোগ যা 'সবার জন্যে শিক্ষার' মূল প্রক্রিয়াকে অনেকাংশেই ব্যাহত করছে। প্রতিনিয়ত সংবাদ মাধ্যমে আসছে। শিক্ষা অফিসের ব্যাপক দুর্নীতির খবর শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে গাফিলতি, নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম তদারকির অভাব, প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্য পদ, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্কুল ঘরের ভঙ্গুর অবস্থা ও চেয়ার টেবিল সঙ্কট। প্রকৃত পক্ষে যা পুরো প্রক্রিয়াকে পিছু টেনে ধরছে।

এছাড়া হালে বিভিন্ন সূত্র জানাচ্ছে উত্তরাঞ্চল ১৬টি জেলায় পর্যাপ্ত স্কুল নেই। ওই অঞ্চলের ৯ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ময়মনসিংহের এক লাখ শিশু স্কুলে যাচ্ছে না। মূলত এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্কট বেশ প্রকট। তবে সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে এ বছরের মধ্যে আরো ৪ হাজার ১শ' ৫৮টি নতুন প্রতিষ্ঠান চালু করা। এই নতুন স্কুলগুলো অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় তেমন বেশি কিছু না।

বর্তমান চালচিত্র

বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি, বেসরকারি মিলিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৪ হাজার ২শ' ৬৭টি। বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা ২ লাখ ৩১ হাজার ১শ' ৭৬ জন। আর শিশু শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক কোটি ৬৭ লাখ ৮৩ হাজার। এ পরিসংখ্যান অনুসারে প্রতি শ্রেণীতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ৬২। কিছু ক্ষেত্রে ১ঃ৭০ থেকে ১ঃ১০০ ও হয়। এর ফলে ক্লাসে একজন শিক্ষকের পক্ষে ৭০-১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে দেখাশুনা করা সম্ভব হয় না। উপরন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থিরা যা পড়ে বা শিখে তা শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষে। বাড়িতে পড়াশুনা করা বা সাহায্য করা তেমন অভিভাবক বা পরিবেশ নেই। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত শিক্ষার মান ও খুব একটা ইতিবাচক নয়। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো দরকার।